OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 367 - 370
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিজন ভট্টাচার্য্যের ‘নবান্ন’ নাটকে বাঙালির সংস্কৃতি ও গ্রামীণ আঞ্চলিকতার প্রভাব

তাপস মজুমদার
প্রাক্তন ছাত্র, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: tapasncsm1993@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Bengali Culture, Rural Regionalism, Bijon Bhattacharya’s, ‘Nabanna’

Abstract
Bijan Bhattacharya's drama, ‘Nabanno’ is an immortal creation of Bengali literature. Most character of this play is village center. We can see in this drama, in spite of having different problems, Bengalese have not Forgotten their culture. With the simplicity of village life and the Bengali culture the drama has been glorified uniquely.

Discussion

বাঙালি জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে আঞ্চলিকতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। শুধুমাত্র বাঙালির ক্ষেত্রে উক্ত বাক্যটি যে সত্য তা নয়, সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির সংস্কৃতির সঙ্গে আঞ্চলিকতার গভীর সম্পর্ক বর্তমান। একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানব জাতির মধ্যে অঞ্চলভেদে সংস্কৃতির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষ বলতে একটি ভূখণ্ডকে বোঝায় কিন্তু তার মধ্যে বিভিন্ন জাতির মানুষ বসবাস করে থাকে। যেমন - বাঙালি, মারাঠি, পাঞ্জাবি, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি। এই সমস্ত জাতির বসবাসের অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করে আছে, তাই এই সমস্ত জাতির জীবনচর্চা ও কৌশল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে পাঞ্জাবি সংস্কৃতির যেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ অঞ্চলের অবস্থানগত ভিন্নতা এই দুই জাতির মধ্যে সংস্কৃতির পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। অঞ্চলগত ভিন্নতার মধ্যে ভাষাগত ভিন্নতা ও লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীবামনদেব চক্রবর্তীর মত বিশেষ উল্লেখযোগ্য–

> “বাংলা ও অসমিয়া প্রথমে একই ভাষায় দুটি উপভাষা ছিল; পরে ইহাদের মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য বৃদ্ধি পাইল, উভয় জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক্ হইতে পৃথক্ হইয়া গেল।”[১]

বাঙালি জাতি সকলেই বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে থাকে। তবুও এই বাংলা ভাষাই অঞ্চল ভেদে রূপের বিভিন্ন পরিবর্তন করেছে - উত্তরবঙ্গে প্রচলিত বাংলা ভাষার সাথে দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত বাংলা ভাষার পার্থক্য দেখে বুঝতে পারবো। বাংলাদেশে প্রচলিত বঙ্গালি উপভাষা দ্রুত বললে রাঢ়ী উপভাষী লোকের পক্ষে বোঝা দুঃস্কর হয়ে পরে। পাঠকগণ মনে করবেন ‘নবান্ন’ নাটকে বাঙালির সংস্কৃতি ও আঞ্চলিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষা আলোচ্য বিষয় কেন? আঞ্চলিকতার স্থান নির্নয়ে ভাষার সূত্রধরেই ক্রমশ অগ্রসর হতে হয়। তাই উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রভাব গ্রহনীয় হয়ে পরে। বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' নাটক অবলম্বনে বাঙালির সংস্কৃতি ও আঞ্চলিকতা কতটা ফুটে উঠেছে তা দেখানোর চেষ্টা করবো।

বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' নাটকটি আমিনপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক সমাজের দুর্দশাগ্রস্থ জীবনের জীবন্ত দলিল স্বরূপ। এই নাটকের নায়ক কোনো একজন ব্যক্তি নয়, আমিনপুর নিবাসী সমস্ত কৃষক এই নাটকের নায়ক। তাই বলা যায় নাটকে কোনো একজন ব্যক্তির আদর্শ প্রতিফলিত হয়নি। আমিনপুর নিবাসী সমস্ত কৃষক পরিবারের চরিত্রগুলির ব্যবহারে ফুটে ওঠে সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমূহ। গ্রাম জীবনের সরলতা এবং একে অপরের অসহায় অবস্থায় সাহায্য করা ও একনিষ্ঠ ভাবে বাঁচার ইচ্ছা সমস্তই ফুটে উঠেছে চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে। 'নবান্ন' নাটকে বর্ণিত আমিনপুর গ্রামের মতো করুণ অবস্থা সমগ্র বঙ্গদেশে জুরে বিভিন্ন গ্রামে দেখা দিয়েছিল। নাট্যকার আমিনপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত গ্রামের অবস্থা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমিনপুর গ্রামটি মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত একটি গ্রামের রূপক। এই নাটকে বাঙালি বধূদিগের লজ্জাশীল নারী চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে নিরঞ্জনের স্ত্রী বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। গ্রামের অসৎ চরিত্র হারু দত্ত যখন প্রধান সমাদ্দারের বাড়ি আসে তখন নিরঞ্জনের স্ত্রী বিনোদিনী ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে। হারু দত্তের সংলাপে তা ব্যক্ত হয়েছে –

> "হারু দত্ত।। (হেসে) কেডা ও, নিরঞ্জনের বউ না? আরে দ্যাখো দ্যাখো কান্ড দ্যাখো। আমি ভাবলাম বলি আর কেউ বা হবে বল মাখনের মা, পথে ঘাটে চলতে ফিরতে আমার বাড়ী তোমার বাড়ী দুবার ছেড়ে অমন দশবার ক'রে দেখা হ'চ্ছে রোজ বৌমার সঙ্গে, তবু এত লজ্জা! হেঃ হেঃ লজ্জা, তা ভালো, লজ্জা ভালো! বউ মানুষ কিনা! তা ভালো।"[২]

বয়োজ্যেষ্ঠ অচেনা মানুষ দেখামাত্রই বাঙালি নারী নিজেকে সংযত করে, সেই দিকটি নাট্যকার বিনোদিনী চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বিনোদিনী চরিত্রের এই বহিঃপ্রকাশ সমস্ত বাঙালি জাতির আদর্শ রূপে ফুটে উঠেছে। নাটকের শুরুর দিকে দেখা মেলে প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী পঞ্চাননীর। সে একজন আদর্শ বাঙালি নারী রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। জীবনের সমস্ত কষ্ট সহ্য করে মান-ইজ্জত বাঁচাতে চেয়েছেন। তাঁর সংলাপ থেকে বুঝতে পারি –

> "পঞ্চাননী।। তার আর বলবো কী আজ তিন দিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটিনি, বুঝলে! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোনো কথা না। কিন্তু শরম! লজ্জা! তোমাদের দেশের মেয়ে মানষের অঙ্গের ভূষণ! যা নিয়ে তোমরা গর্ব কর! আর তারপর সবচাইতে বড় কথা ইজ্জত! মেয়েমানুষের ইজ্জত!"[৩]

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কালিধনের গদি প্রসঙ্গে বলা যায় - সাজানো গোছানো ও বাঙালিয়ানায় পূর্ণ একটি গদিঘর। সেখান মাথার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিমূর্তি রাখা আছে এবং তার নীচেই সিঁদুর গোলা দিয়ে বিচিত্রিত –

> "শ্রীশ্রীকালীমাতার শ্রী চরণ ভরসায় এই কারবার করিতেছি।"[৪]

কোনো শুভ কাজ শুরু করার প্রাকমুহূর্তে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা ভারতবাসী তথা সমস্ত জাতির একটি রীতি বিশেষ। বাঙালি জাতিও এর বিরুদ্ধে নয়। হিন্দু মতে যেসমস্ত দেবদেবীর কথা জানা যায় তার মধ্যে কালী মাতার ভক্ত বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি ও বাঙালি ছিলেন। এই নাটকের চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়া কালী মাতার চরণ তলে আশ্রয় নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে।

নাটকের শেষ অঙ্কে নবান্ন উৎসবের কথা বলা হয়েছে। নাটকটি শুরু হয়েছে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে কিন্তু পরিনতি একটা সুখময় শান্তি আগমনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। বাঙালির ঘরে নবান্ন উৎসব নতুন বছরের সুখ সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বয়ে আনে। এই উৎসবে বাঙালি জাতি সমবেত ভাবে মেতে ওঠে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আবাল বৃদ্ধ বনিতার একনিষ্ঠ উৎসব। নাটকের চরিত্র দয়াল মন্ডলের উদ্যোগে মরা গাঙ্গের ধারে নবান্ন উৎসবে সবাই মাতোয়ারা হয়েছে। নবান্ন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উৎসবের প্রাণ গরু দৌড় প্রতিযোগিতা। লাঠি খেলা, মোরগ লড়াই ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। উৎসবের সূচনা সঙ্গীত কৃষক রমণীরা গেয়ে থাকেন। গানটি –

> "নিসলো চেয়ে সামনের হাঁটে গলার হাঁসুলি
> ডুরে শাড়ী পছাপাড় আর হার সাতনলি।
> ক'নে দেখা আলো মেখে আসবে বঁধু আল বেয়ে
> দেখে হেসে স'রে যাবি কথা না ক'য়ে।।"[৫]

গানটিতে শাড়ী, সাতনলি হার, হাঁসুলি এর উল্লেখ রয়েছে– যা বাঙালি নারী অঙ্গের ভূষণ। শাড়ী সাধারণত বাঙালি রমণীদেরই বেশি পড়তে দেখা যায় সঙ্গে সাতনলি হারও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাড়ী ও হার স্বামীর কাছে আবদারের জিনিস রমণীরা কোনো উৎসবের সময় তা স্বামীর কাছে আবদার করে থাকে। কৃষক রমণীদের গানের শেষে মোরগ লড়াই অনুষ্ঠান শুরু হয়। দুই দলে বিভক্ত চারজন করে আটজন লোক মোরগ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। এই খেলার জজ হিসাবে থাকে কুঞ্জ ও বরকত। মোরগ লড়াইয়ে দ্বিতীয় সারির চতুর্থ ব্যক্তি জয়ী হয়। তাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয় একখানা গামছা ও একখানা কাস্তে। উপহার খুব সামান্য হলেও তার মধ্যে লুকিয়ে বাঙালির উৎসাহের এক একটি বিন্দু। এই উৎসাহেই আমিনপুর নিবাসী মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। এরপর শুরু হয় গরু দৌড় প্রতিযোগিতা। পাড়ার সমস্ত চাষীরা নিজস্ব বলদ নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য বছরের তুলনায় খুবই কম পরিমাণে গরু উপস্থিত হয়। কেননা বলদ যা ছিল তার বেশিরভাগ মরে গেছে খাদ্যের অভাবে। সেই কারণে নবান্ন উৎসবে গরুদৌড় প্রতিযোগিতা রাখতে চায়নি। পরে দয়াল মন্ডলের উৎসাহে গরু দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী রহমতউল্লাকে নতুন কাপড় আর একখানা লাঙ্গল দেওয়া হয়। লাঙলটি দিয়েছেন গ্রামের চাষী দয়াল মন্ডল। এই গরুদৌড় প্রতিযোগিতা বাঙালি জাতির একটি বিশেষ ঐতিহ্য ছিল। অবিভক্ত বাংলাদেশে পৌষ সংক্রান্তির দিন গরু দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে গরুদৌড় প্রতিযোগিতা সম্মন্ধে শোনা যায়। বর্তমানে গরুদৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন অনেকটাই আরম্বরহীন হয়ে পড়েছে। তবে মোরগ লড়াই, লাঠিখেলা, গরু দৌড় প্রতিযোগিতা বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে বর্ণিত হয়েছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'নবান্ন' নাটকটি গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। তাই এই নাটকে রয়েছে গ্রামীণ অঞ্চলের রীতিনীতি ব্যবহার ও জীবন দর্শন। নাটকে নাট্যকার আমিনপুর গ্রামকে কেন্দ্রে রেখে নাটকের কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। নাটকে বর্ণিত গ্রামে বসবাসকারী সকল চরিত্রের মধ্যে সেই অঞ্চলের ভাবার্থ প্রকাশিত। সংলাপগুলির মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। গ্রামে বসবাসকারী কৃষকরা যেভাবে কথা বলে, নাটকে ব্যবহৃত চরিত্রগুলি সেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কোনো কমতি রাখেনি। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় নাট্যকারের ব্যপক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। কোনো লেখক তাঁর নিজস্ব কবিত্ব শক্তি দিয়ে চরিত্রের অন্তরের বেদনা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলেও তা সম্পূর্ণ বাস্তবমুখি হয় না। যদি গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটকে বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে লেখক দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে একান্ত হতে পারেন তবেই 'নবান্ন' নাটকে বর্ণিত চরিত্রের মতো অঞ্চলকেন্দ্রিক চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব। বিজন ভট্টাচার্য একজন গণনাট্যকার তাই তাঁর নাটকের চরিত্রগুলির মাধ্যমে গণ আবেদন ও অঞ্চল ভিত্তিক ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত উল্লেখযোগ্য –

> "গণনাট্যকারের আঞ্চলিক ভাষা জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। মেদিনীপুর–আমিনপুর–সাতক্ষীরা–বসিরহাট–যশোর-খুলনা সব এলাকার চাষীর মুখের ভাষার সাধারনীকরণ ঘটেছে নবান্নর সংলাপে।"[৬]

আমিনপুর নিবাসী সমস্ত কৃষক সমাজ যখন সমবেত হয়ে আলোচনা সভায় বসে সভার কথোপকথন একান্ত ভাবেই গ্রামকেন্দ্রিক ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যেমন –

> "বরকত।। তা হলে এইবার আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে কি বলো মন্ডল! এসে তো গেছে সকলেই একরকম।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দয়াল ।। হ্যাঁ আর দেরি কি?
নিরঞ্জন ।। না, আর দেরী কি এইবার শুরু করে দেওয়া যাক।
বরকত ।। হ্যাঁ শুরু করে দাও।
দিগম্বর ।। আর সকলেই তো একরকম উপস্থিত হ'য়ে গেছে, এইবার...
সখিচরণ।। আরম্ভ করো।
বরকত ।। দয়ালদা শুরু করো।
নিরঞ্জনের কানে কানে যেন কি কথা বল্লো -
নিরঞ্জন ।। হ্যাঁ। (মাথা নেড়ে হাসতে লাগলো)
দয়াল ।। আমিই করবো, তার চাইতে বরং...
নিরঞ্জন ।। না তুমিই করো, করো, শুরু করে দাও তারপর...
বরকত ।। হ্যাঁ আরম্ভডা তো করে দাও, তারপর সকলে মিলে সেডারে...
দয়াল ।। (একটু হেসে) আচ্ছা, আচ্ছা!"[৭]

এখানে আলোচনা সভার যে চিত্রপট অঙ্কিত হয়েছে তা একান্ত ভাবেই গ্রামীণ। গ্রামে বর্ণিত সভার বাস্তবচিত্র আমাদের স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ কৃষকরা এভাবেই কথা বলে নাট্যকার তা জানতেন তাই এমন চিত্র অঙ্কন সম্ভব হয়েছে। নাট্যকারের নাট্য সংলাপের এমন সজীবতা দেখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন – 'আপনি তো জাত চাষা।' নাটকের ভূমিকা অংশে নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন– 'চাষা নই তবু চাষার ভাষা আমার কথঞ্চিৎ আয়ত্ত ছিল।'

পরিসমাপ্তিতে বলতে পারি বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' নাটক গ্রামজীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উৎকৃষ্ট নাটক। নাটকে বর্ণিত চরিত্রগুলি প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত গ্রামীণ আচার ব্যবহার যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অভাবের তাড়নায় প্রধান সমাদ্দারের পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরে যায় সেখানে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয় কিন্তু তাদের ব্যবহারের সহজতা ও সরলতা থেকেই যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন –

"বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।"[৮]

'নবান্ন' নাটকটিত গ্রাম বাংলার জনজীবনের ভাষা সাবলীল ও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিষয় উপযোগী ভাবে প্রকাশিত। নাটকটি শেষ পর্যন্ত গ্রাম জীবনের সংস্কৃতি ও আঞ্চলিকতার সমন্বয়ে যথেষ্ট সার্থক রূপে ফুটে উঠেছে।

Reference:

১. চক্রবর্তী, শ্রীবামনদেব : উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, ২, কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, বিংশ সংস্করণ-জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৯
২. ভট্টাচার্য, বিজন : নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, একাদশ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪২৬, পৃ. ৫৫
৩. তদেব, পৃ. ৩৫
৪. তদেব, পৃ. ৬১
৫. তদেব, পৃ. ১১৪
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রবীন্দ্রনাথ : কালজয়ী বাংলা নাটক : পুনর্বিচার, প্রথম প্রকাশ, ৯ এ রায়পাড়া লেন, কলকাতা-৭০০০৫০, ISBN-81-902575-2-8, পৃ. ৫২
৭. ভট্টাচার্য, বিজন : নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, একাদশ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪২৬, পৃ. ১০০
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. জয়ন্ত (সম্পাদিত) : বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১০৮